মেহেরপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন, নারী ও কন্যাশিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেহেরপুরের পুরাতন মদনাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার নারী শান্তি সহায়ক প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং এফসিডিওর (FCDO) অর্থায়নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওয়েভের সদস্য, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী নেত্রী, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নারী শান্তি সহায়ক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়কারী সুমী বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্যে তিনি জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং কন্যাশিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়েভের সহসমন্বয়কারী আফরোজা আক্তার কাকলি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সভাপতি ও পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ কন্যাশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে বড় বাধা। এ সমস্যা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হতে হবে। কন্যাশিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ওয়েভের সদস্য সোনিয়া আক্তার সমেনা ও পলি আক্তার বেদানা। তাঁরা নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে নতুন মদনাডাঙ্গা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইয়াসমিন আরা নারীর অধিকার বিষয়ে বক্তব্য দেয়। সে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা, শিক্ষার সমান সুযোগ

নিশ্চিত করা এবং নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব তুলে ধরে।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা বৈষম্যহীন ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও সামাজিক বৈষম্য প্রতিরোধে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে একযোগে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি কন্যাশিশুদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে নেতৃত্বের বিকাশে উৎসাহিত করতে হবে।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং মানবসেবায় নিবেদিত মাদার তেরেসার সাজে অংশ নেয়। এ সময় তারা এসব ব্যক্তিত্বের জীবন, কর্ম ও অবদান সম্পর্কে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে। এ আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী নেতৃত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বিকাশের বার্তা তুলে ধরা হয়।

বক্তারা নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা এবং সমাজের সর্বস্তরে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক আলোচনা সমন্বয় করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

দামুড়হুদায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন

‘শিশুবিয়ে আর নয়, কন্যা করবে বিশ্বজয়’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পালিত হয়েছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-

২০২৬।

সোমবার (১২ অক্টোবর) সকাল ১০টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রথমে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে গিয়ে শেষ হয়। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রী, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিওকর্মী ও সুধীজন অংশ নেন।

পরে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “কন্যাশিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি, যা কন্যাশিশুর স্বপ্নকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। এ জন্য সবাইকে সামাজিকভাবে সচেতন হতে হবে।”

সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও লাভলী ইয়াসমিন বলেন, “আজকের কন্যাশিশুরাই আগামী দিনের নারী নেতৃত্ব দেবে। তাদের আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে নিতে হবে। বাল্যবিবাহ বন্ধে উপজেলা প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছে।”

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহা. মশিউর রহমান, উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামছুজোহা পলাশসহ অন্যান্য অতিথি। বক্তারা কন্যাশিশুর অধিকার, বাল্যবিবাহের কুফল এবং এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী, সেক্রেটারি আবেদ উদ দৌলা টিটন, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং আমন্ত্রিত সুধীজন।

আলোচনা সভা শেষে কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

“শিশুবিয়ে আর নয়, কন্যা করবে বিশ্বজয়” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে পালিত হয়েছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস।

জেলা প্রশাসন ও মহিলা অধিদপ্তরের আয়োজনে সোমবার (১২ অক্টোবর) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা। এতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নারায়ণ চন্দ্র পাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন, মহিলা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মুন্সী ফিরোজা সুলতানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, কন্যাশিশুর নিরাপদ বেড়ে ওঠা, শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান। একইসাথে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

ঝিনাইদহে নারী ও কন্যা শিশুর

প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি ডায়লগ

ঝিনাইদহে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) জোরদার করণে অ্যাডভোকেসি ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৩ জুন) সকালে ঝিনাইদহ ব্র্যাকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্র্যাক জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসুচির আওতায় এই ডায়লগের আয়োজন করা হয়।

এডভোকেসি ডায়লগে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে রেফারেল ম্যাকানিজম ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করার উপর আলোচকগণ আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান থেকে করণীয় সম্পর্কে মতামত দেন। অ্যাডভোকেসি ডায়লগে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শিপ্রা বিশ্বাস।

উক্ত অ্যাডভোকেসি ডায়লগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ আদালতের সিনিয়র সিভিল জজ জেলা লিগাল এইড অবন্তিকা রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিলকিস আফরোজ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান।

এছাড়া সমমনা ৩ টি স্থানীয় এনজিওর নির্বাহী পরিচালকগণ, সাংবাদিক সাজ্জাদ আহমেদসহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রোগামের প্রতিনিধিগণ এবং নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাওয়া ব্র্যাকের কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার, কাস্টমার সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সাব-সেন্টার ইনচার্জগণ।

এ অনুষ্টানের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পরিচালনা করেন জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির রিজিওনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ নাহিদুজ্জামান।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন

“আমি কন্যাশিশু, স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এমনই প্রতিপাদ্য নিয়ে কোটচাঁদপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে বুধবার সকাল ১১টায় কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে দিবসটি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আনিসুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানউল্লাহ আল মামুন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তারুণ কুমার দাস, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা দ্বীন ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শামসুল আলম, কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসি (তদন্ত) এনায়েত আলী খন্দকার, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, পৌর আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কায়ুম, ছাত্র সমন্বয়ক হৃদয় আহমেদসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা কন্যাশিশুর যত্ন, তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি বাল্যবিয়ে ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে সমাজের সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন

“আমি কন্যাশিশু-স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস।

মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গণে জারীগান, কন্যাশিশুদের নিয়ে সংগীত, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কিত নাটক, নৃত্য ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির এবারের কন্যাশিশু দিবস পালনের উদ্দেশ্য ছিল কন্যাশিশুদের অধিকার, ক্ষমতায়ন এবং সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বাল্যবিবাহ, বৈষম্য এবং কন্যাশিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করা, শিশু অধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রচারের জন্য গুডনেইবার্স বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি জোরদার করা।

পরে কন্যাশিশু দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপির সিডিসি সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সহকারী অফিসার (প্রোগ্রাম) আন্তন ফলিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

উপস্থিত ছিলেন গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমা, সিডিসি সদস্য এস. কীর্তনীয়া সহ সরকারি প্রতিনিধি, এনজিও, স্কুল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেয়ে শিশু, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, স্বেচ্ছাসেবক, শিশু অধিকার কমিটি, সম্প্রদায়ের নেতা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সমমনা এনজিও, উন্নয়ন কর্মী এবং জিএনবি/এনজিসিএএফ প্রতিনিধি।

এই অনুষ্ঠানটি সিডিপি চাইল্ড কাউন্সিল, প্রকৃতি ও শান্তি ক্লাবের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

আলমডাঙ্গায় পানিতে ডুবে কন্যাশিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা বলরামপুরে পানিতে ডুবে কন্যাশিশুর মৃত্যু হয়েছে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে চাচাতো ভাই শিশু ইব্রাহিম।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাশপুর ইউনিয়নের বলরামপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের কন্যা হাপসা খাতুন (২) ও মোবারেক হোসেনের ছেলে ইব্রাহিম হোসেন (২ বছর ৬ মাস) একসাথে খেলা করতে করতে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেল ৪টার দিকে।

তারা দুজনই পানিতে ডুবে যায়। ইব্রাহিমের পিতা মোবারেক প্রথমে তাদের হাত নাড়তে দেখে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ছেলে ইব্রাহিমকে উদ্ধার করেন। কিছুটা দূরে ভাসতে দেখে আপন ভাই রবিউলের মেয়ে হাপসা খাতুনকেও পানি থেকে তোলা হয়। তবে ততক্ষণে সে মারা যায়।

মৃতের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, অতি সুন্দর চেহারার অধিকারী শিশু হাপসা খাতুনের মৃত্যুর ঘটনায় নিজ পরিবার, পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাদের কান্নাকাটিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

শিশু হাপসার লাশ বাদ এশার নামাজের জানাজা শেষে গ্রামের কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।